কৃতজ্ঞতা স্বীকার

জ্ঞান, প্রযুক্তি এবং দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ এবং অভিজ্ঞতার কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলা পটুয়াখালী ও বরগুণায় বিগত দু'বছরে পরীক্ষামূলকভাবে বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য অধিদপ্তর ও জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার বে অব বেঙ্গল প্রোগ্রামের যৌথ উদ্যোগে মৎস্য সম্প্রসারণ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো দরিদ্র উপকূলীয় জেলেদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে লাগসই এবং চাহিদা ভিত্তিক সম্প্রসারণ কৌশল ও কার্যক্রম উদভাবন, প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা। দু'টো জেলার ১১টি উপজেলার মৎস্য কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দ এ লক্ষ্য অর্জণের জন্য গত দু'বছরে বে অব বেঙ্গল প্রোগ্রাম কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন এবং প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতা মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগ করে অংশগ্রহণমূলক সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। সমস্ত প্রক্রিয়াটিই ছিল অভিনব। এই সহায়িকায় এ প্রকল্পের প্রক্রিয়া ও মৌলিক কার্যাবলীর একটি ধারাবাহিক বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ ধরনের কর্মসূচী কোন সংস্থা বা প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে আগ্রহী হলে এ সহায়িকা তাদের কর্মীদের প্রয়োজনীয় ধারণা লাভে সহায়তা করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

এই সহায়িকা প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে অনেকে আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছেন। আমি সবার কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আমার ছোট ভাই তুল্য শিবব্রত নন্দী সর্বোতভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে আমাকে সহায়তা করেছেন। মাহফুজুল বারী চৌধুরী, মোসারফ হোসেন, মাহবুবুর রহমান, গোলাম আহাদ, গুনিন্দু কুমার রায় বিভিন্ন পর্যায়ে আমাকে সাহায্য করেন। আঙ্গিক, কলেবর ও বিষয়বস্তুর উপর মূল্যবান মন্তব্য রেখে এ সহায়িকার মানোন্নয়নে যারা সহায়তা করেছেন তারা হলেন ঃ

- জনাব এ, কে, আতাউর রহমান, পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
- প্রফেসর ডঃ মোঃ সাহাদত আলী, চেয়ারম্যান, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- ডঃ আনওয়ারুল করিম, মৎস্য সম্প্রসারণ বিশেষজ্ঞ, এফ, এ, ও, (বিজিডি/৮৪/০৪৫), ঢাকা
- জনাব খুরশিদ আলম, নির্বাহী পরিচালক, গণ উন্নয়ন কেন্দ্র
- ডঃ গোলাম সামদানি ফকির, ব্র্যাক
- জনাব শেখ হালিম, পরিচালক, ভি,ই,আর,সি, ও
- কর্মকর্তাবৃন্দ, মৎস্য অধিদপ্তর

আমার স্ত্রী রহিমা আকতার ও কন্যা শারমিন এই সহায়িকার ভাষাগত দিক সংশোধনে আমাকে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করেছেন। সর্বোপরি বে অব বেঙ্গল প্রোগ্রামের জনাব রথীন্দ্রনাথ রায় ও জনাব আবুল কাশেম আমাকে দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ দিয়ে সহায়িকাটি বর্তমান আঙ্গিকে রূপ দিতে সাহায্য করেছেন। এম, এ, মমিন আঙ্গিক নকশা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান করেন।
আমি সবার কাছে কৃতজ্ঞ।

মহম্মদ শহীদ হোসেন তালুকদার

শিখণ চক্র

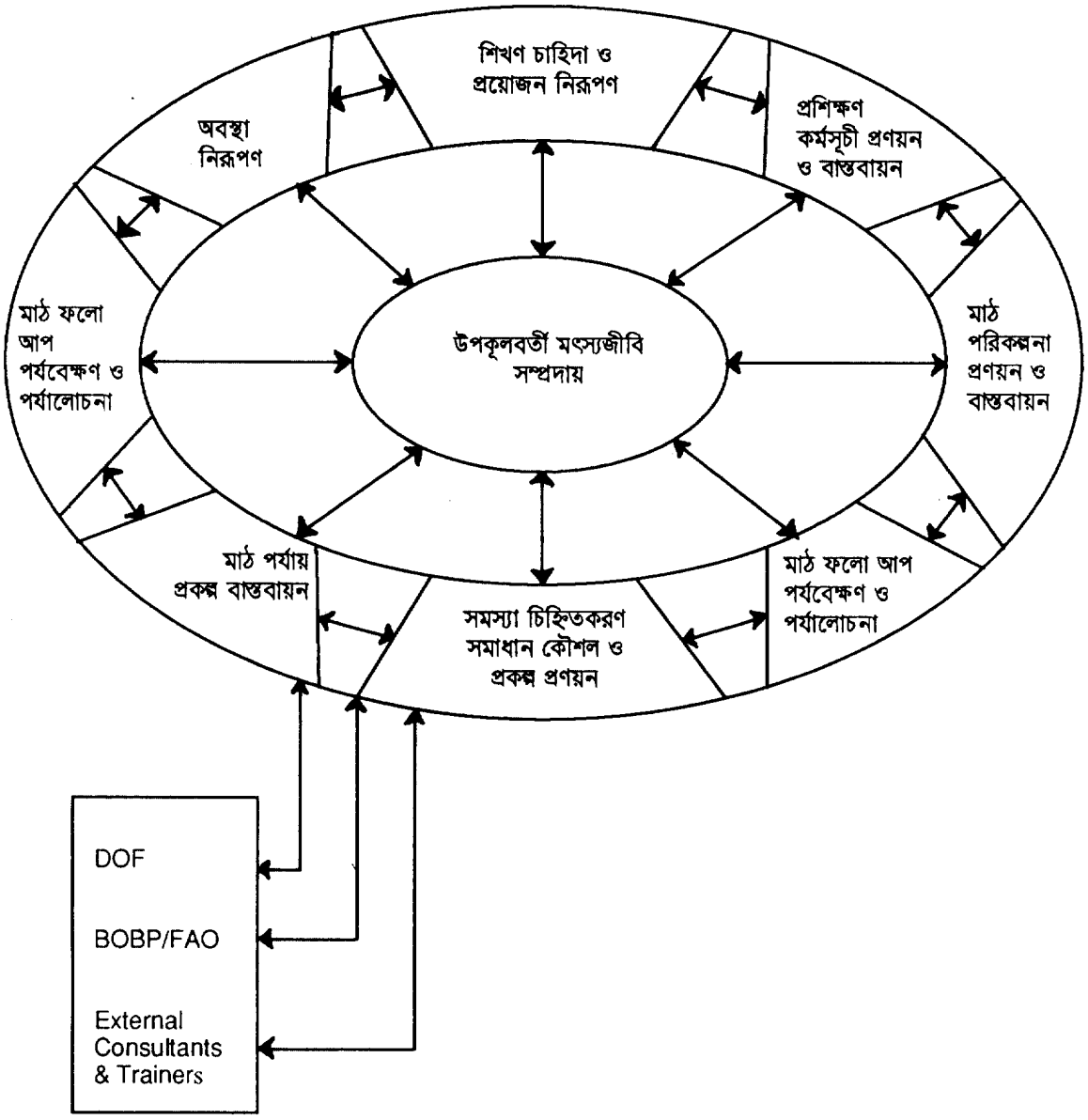
শিখণ চাহিদা ও
প্রয়োজন নিরূপণ
প্রশিক্ষণ
কর্মসূচী প্রণয়ন
ও বাস্তবায়ন
মাঠ
পরিকল্পনা
প্রণয়ন ও
বাস্তবায়ন
মাঠ ফলো
আপ
পর্যবেক্ষণ ও
পর্যালোচনা
অবস্থা
নিরূপণ
উপকূলবর্তী মৎস্যজীবি
সম্প্রদায়
মাঠ পর্যায়
প্রকল্প বাস্তবায়ন
সমস্যা চিহ্নিতকরণ
সমাধান কৌশল ও
প্রকল্প প্রণয়ন
মাঠ ফলো আপ
পর্যবেক্ষণ ও
পর্যালোচনা
DOF
BOBP/FAO
External
Consultants
& Trainers

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
১।	পল্লী জনগোষ্ঠির দ্রুত অবস্থা নিরুপণ কৌশল ও পদ্ধতি	১৫
২।	অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন– প্রয়োজন নির্ধারণ ও সুযোগ/সম্ভাবনা বিশ্লেষণ	১২৯
৩।	প্রকল্প পরিকল্পনা–কৌশল ও পদ্ধতি	১৮৭
৪।	দল গঠন ও ব্যবস্থাপনা	২২৩
৫।	দলীয় ঋণ ব্যবস্থাপনা	২৩৭
৬।	কয়েকটি প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল	২৬৭

ভূমিকা

কোন উন্নয়ন বা সম্প্রসারণ কার্যক্রমের সফলতা নির্ভর করে ঐ উন্নয়ন কার্যক্রমে অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর। এ কথা আজ সর্বজনবিদিত যে, কোন অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে তাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সম্প্রসারণ কার্যক্রম প্রণীত না হলে ঐ ধরনের কার্যক্রম কোন ফলপ্রসূ ফলাফল বা পরিবর্তন বয়ে আনতে পারে না। সম্প্রসারণ কার্যক্রম প্রণয়নের পূর্বে তিনটি মৌলিক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়, যথাঃ

- অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর কি কি সমস্যা
- এ সব সমস্যার প্রেক্ষিতে কি কি করা যায়
- কি ভাবে এ সব সমস্যার সমাধান করা যায়

এই তিনটি মৌলিক প্রশ্নেই অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর মতামত, ধারণা এবং প্রতিক্রিয়া যাচাই করতে হবে এবং তাদের-অভিজ্ঞতা এবং বাস্তবতার নিরীখে প্রণয়ন করতে হবে সম্প্রসারণ কার্যক্রম। প্রকল্প বা সম্প্রসারণ কার্যক্রম প্রণয়নের এই অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন সম্প্রসারণ কর্মীদের অংশগ্রহণমূলক প্রকল্প প্রণয়নের দক্ষতা।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO) আওতায় বঙ্গোপসাগর উপকূলীয় প্রোগ্রাম (Bay of Bengal Program) বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে উপকূলীয় জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নকল্পে পরীক্ষামূলক ভাবে পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলায় একটি ব্যাপক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কর্মসূচী ১৯৮৯ সনের জুলাই থেকে শুরু করেছে। এ প্রকল্পের মূললক্ষ্য হলো উপকূলীয় জেলে সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ, কারিগরী জ্ঞান সম্প্রসারণ এবং সম্প্রসারণ কার্যক্রম প্রদর্শনের মাধ্যমে সম্প্রসারণ কৌশল উদ্ভাবন ও নির্বাচন। এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ও কর্মীদের প্রশিক্ষণও প্রকল্পের মূল কৌশল। প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ও কর্মীদেরকে বিভিন্ন লাগসই সম্প্রসারণ কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দক্ষতা প্রদান করবে। পদ্ধতি হিসাবে প্রশিক্ষণ যদিও মূল কৌশল কিন্তু উদ্দেশ্য হলো অংশগ্রহণমূলক সম্প্রসারণ কার্যক্রম উদ্ভাবন এবং পরীক্ষামূলক ভাবে তা বাস্তবায়ন করা।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও ধারা ঃ

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও ধারাকে মোটামুটি তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়, যথাঃ

- সুনির্দিষ্ট বিষয়-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
- প্রশিক্ষণার্থী দল কর্তৃক প্রশিক্ষণ শেষে প্রণীত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতা মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগ এবং ভবিষ্যত কর্মপন্থা ও কৌশল নির্ধারণ
- প্রশিক্ষক দল কর্তৃক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঠ পর্যায় ফলো-আপ সহায়তা প্রদান

ফলো-আপ কার্যক্রম নিম্নরূপ ঃ

- মাঠ-পর্যায় প্রশিক্ষণার্থীদের কার্যক্রম পরিদর্শণ ও কারিগরী সহায়তা প্রদান
- কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য মাঠ পর্যায়ে নিয়মিত পর্যালোচনামূলক ফলো-আপ কর্মশালা বাস্তবায়ন

দু'বছর মেয়াদী এ সম্প্রসারণ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রধান প্রধান বিষয়গুলো নিম্নরূপ ঃ

- পল্লী জনগোষ্ঠীর দ্রুত অবস্থা নিরুপণ (Rural Rapid Appraisal) কৌশল ও পদ্ধতি
- অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন-প্রয়োজন নির্ধারণ ও সুযোগ/সম্ভাবনা বিশ্লেষণ
- প্রকল্প পরিকল্পনা-কৌশল ও পদ্ধতি
- দল গঠন ও ব্যবস্থাপনা
- সঞ্চয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনা

এ ছাড়াও প্রশিক্ষণার্থীদের চাহিদা মোতাবেক মাছ চাষ (Aquaculture) ও মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণের (Post harvest fish processing) এর উপর দু'টো দক্ষতা-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয় যা- এ সহায়িকায় সন্নিবেশিত করা হলো না।

সমগ্র প্রশিক্ষণ কৌশলটি ছিলো অভিনব। পটুয়াখালী ও বরগুণায় এ দু'বছর মেয়াদী সম্প্রসারণ কার্যক্রম প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণার্থীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছিলো।

প্রশিক্ষণার্থী

পটুয়াখালী ও বরগুণা জেলার মৎস্য কর্মকর্তাবৃন্দ, ১১টি উপজেলার মৎস্য কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দ ও ৩টি বেসরকারী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ।

প্রকল্প এলাকা ও প্রশিক্ষণ স্থান

পটুয়াখালী ও বরগুণা

প্রশিক্ষণ উদ্দেশ্য

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের মৎস্য কর্মকর্তা ও মাঠ কর্মীবৃন্দ যাতে করে উপকূলীয় মৎস্যজীবিদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের সমস্যা ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে এবং তাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে লাগসই সম্প্রসারণ প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারে সে উদ্দেশ্যেই এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

প্রশিক্ষণ ও ফলো-আপ কার্যক্রমের পদ্ধতি ছিলো অত্যন্ত অংশগ্রহণমূলক ও সমস্যা সমাধান কেন্দ্রিক। পদ্ধতিগুলো ছিলো নিম্নরূপঃ

- ব্যক্তি পর্যায় আলোচনা ও পরামর্শ
- মুক্ত-চিন্তার ঝড় (Brain storming)
- দলীয় আলোচনা (Group discussion)
- বক্তৃতা-আলোচনা (Lecture-Discussion)
- ভূমিকা-অভিনয়(Role-Play)
- ঘটনা বিশ্লেষণ (Case Study)
- দলীয় পঠন (Group Reading)
- পর্যবেক্ষণ

প্রশিক্ষক দল

মোশারফ হোসেন, ক্যানাডীয়ান রিসোর্স টীম,
শিবব্রত নন্দি, মৎস্য বিশেষজ্ঞ
এম, এ, বারি, গণ উন্নয়ন কেন্দ্র
ডঃ গোলাম সামদানী ফকির, ব্র্যাক
গুনিন্দু কুমার রায়, ব্র্যাক
শহীদ হোসেন তালুকদার, ক্যানাডীয়ান রিসোর্স টীম, প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচিতি

প্রশিক্ষক দলের প্রস্তুতি পর্যায়ে নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়ঃ

- প্রকল্প সম্পর্কে পরিচিতি
- প্রশিক্ষক দল কর্তৃক মাঠ অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও দ্রুত অবস্থা নিরূপণ কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে রিপোর্ট প্রণয়ন
- প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ও পাঠ্যক্রম প্রণয়ন
- প্রশিক্ষকদের পরিচিতি কর্মশালা।

সহায়িকা ব্যবহার সম্পর্কে দু'টো কথা

পটুয়াখালী ও বরগুণার বি, ও, বি, পি, ও মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত সম্প্রসারণ উন্নয়ন কার্যক্রমের অভিজ্ঞতার আলোকে কোন সংস্থা, বিভাগ বা প্রকল্প এ ধরনের প্রশিক্ষণ ভিত্তিক সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে আগ্রহী হলে তাদের প্রয়োজন প্রক্রিয়া সম্পর্কে তাদের কর্মকর্তা ও কর্মীদেরকে একটি পরিপূর্ণ ধারণা প্রদান করা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই সহায়িকাটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ সহায়িকায় একদিকে যেমন রয়েছে প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ার ধারাবাহিক বর্ণনা অপরদিকে কার্যক্রম অনুযায়ী অংশগ্রহণকারীদের আলোচনার সারসংক্ষেপ। প্রশিক্ষক ও মাঠ কর্মীরা এই সহায়িকাটিকে তাই একটি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়্যাল বা মাঠ কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রামাণ্য পুস্তিকা (Handbook) হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে। সহায়িকাটির ফলপ্রসু ব্যবহারের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মনে রাখতে হবেঃ

১। কোন একটি অধিবেশন বা কর্মসূচী পরিচালনার জন্য শুধু প্রক্রিয়ার বর্ণনা অনুসরণ করলে পরিপূর্ণ নির্দেশনা পাওয়া নাও যেতে পারে। পরিপূর্ণ দিক-নির্দেশনার জন্য অংশগ্রহণকারীদের আলোচনার সার-সংক্ষেপ বা তাদের সুনির্দিষ্ট-কাজের ফলাফল যাচাই করে দেখতে হবে।

২। প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত বিভিন্ন হ্যান্ডআউটসমূহের সারসংক্ষেপ অনুধাবন করতে হবে।

৩। অংশগ্রহণমূলক প্রশিক্ষণ প্রদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা নিতে হবে। বিশ্বাস করতে হবে অংশগ্রহণমূলক প্রশিক্ষণ পদ্ধতি প্রচলিত বক্তৃতা-কেন্দ্রিক প্রশিক্ষণ পদ্ধতির চেয়ে ফলপ্রসু। এই সহায়িকার শেষ অধ্যায়ে কয়েকটি অংশগ্রহণমূলক প্রশিক্ষণ পদ্ধতি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এগুলো সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা নিতে হবে।

৪। কোন একটি প্রশিক্ষণ বা ফলো-আপ কার্যক্রম বাস্তবায়নের পূর্বে ভাল করে প্রস্তুতি নিতে হবে। প্রশিক্ষণ উপকরণ, হ্যান্ড-আউট, পোষ্টার ইত্যাদি পূর্বাহ্নেই সংগ্রহ করতে হবে।

৫। সর্বোপরি মনে রাখতে হবে যে প্রশিক্ষণার্থীদের অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণা অত্যন্ত মূল্যবান এবং তাদের ধারণার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। সমগ্র কার্যক্রমটিই প্রশিক্ষণার্থী-কেন্দ্রিক, প্রশিক্ষক-কেন্দ্রিক নয়।